

জাত পরিচিতি

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে এ জাতটি ইরি থেকে প্রবর্তন করেছে। এটি ১৯৮৩ সালে বোরো ও আউশ মৌসুমে চাষাবাদের জন্য বিআর১৬ নামে জাতীয় বীজ বোর্ডের অনুমোদন লাভ করে। এ জাতের জনপ্রিয় নাম শাহীবালাম। ইহা বোরো মৌসুমের বালাম ধান।

জাতের বৈশিষ্ট্য

- ▶ গাছের উচ্চতা ৯০-৯৫ সেন্টিমিটার।
- ▶ গাছের কাণ্ড এবং পাতা খাড়া ও সবুজ।
- ▶ কুশি গজানোর ক্ষমতা মাঝারি।
- ▶ চাল লম্বা, চিকন এবং সাদা।
- ▶ ভাত বারবারে এবং সুস্বাদু।
- ▶ চালে শ্রোটিনের পরিমাণ ৭.৮%।
- ▶ অল্প জিআই ইনডেক্স সম্পন্ন।



বিআর১৬

জীবনকাল

বোরো মৌসুমে জাতটির জীবনকাল ১৫৫-১৬০ দিন।

ফলন

উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে বোরোতে হেক্টরপ্রতি ৫.৫-৬.০ টন ফলন দিয়ে থাকে।

চাষাবাদ পদ্ধতি

১. বীজ তলায় বীজ বপন : ১৭ কার্তিক - ১৬ অগ্রহায়ণ (১-৩০ নভেম্বর)।

২. রোপণের সময় : ২০ পৌষ - ২০ মাঘ (জানুয়ারি)।

৩. সার ব্যবস্থাপনা (কেজি/বিঘা):

ইউরিয়া টিএসপি এমপি জিপসাম দস্তা
৩০-৪০ ৭-১৪ ৮-১৬ ৪-১১ ০.৭-১.০

৩.১ ইউরিয়া সার তিন কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে।

প্রথম উপরি প্রয়োগ : রোপণের ১৫-২০ দিন পর

তীয় উপরি প্রয়োগ : রোপণের ৩০-৩৫ দিন পর। ইউরিয়া প্রয়োগের পর সার মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

তৃতীয় উপরি প্রয়োগ : রোপণের ৪৫-৫০ দিন পর।

৩.২ ইউরিয়া প্রয়োগের সঠিক সময় নির্ণয়ের জন্য লিফ কালার চার্ট ব্যবহার করতে হবে।

৪. আগাছা দমন : রোপণের ৪৫ দিন পর্যন্ত জমি আগাছামুক্ত রাখতে হবে।

৫. সেচ ব্যবস্থাপনা : ধানের খোর অবস্থা থেকে দানা দুধ অবস্থায় জমিতে পর্যাপ্ত পানির ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৬. ফসল কাটা : ২৫ বৈশাখ - ৬ জ্যৈষ্ঠ (৮-২০ মে)।

মন্তব্য :

যারা বালাম চালের ভাত পছন্দ করেন এবং উন্নত মানের মুড়ি উৎপাদন করতে আগ্রহী তাদের জন্য শাহীবালাম।

আরো তথ্যের জন্য :

পরিচালক (গবেষণা), ব্রি, গাজীপুর-১৭০১ ই-মেইলঃ dr@bri.gov.bd

অধিবেশন ২: মডিউল ২

ফ্যান্ট শীট ৪